International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-III, May 2023, Page No.81-88
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.81-88

‘সুভা’ ও ‘দ্য লিটিল মারমেড’: একটি তুলনামূলক আলোচনা

অনন্যা নস্কর
এম.ফিল, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

‘The Little Mermaid’ is a world famous Denmark’s fairy tale. It was collected by Hans Christian Andersen. This fairy tale is very famous worldwide; it has been translated in various languages and adapted into films. ‘The Little Mermaid’ was translated into Bengali by Madhusudan Mukhopadhyay (1857). It was called ‘Matsyakanyar Upakhan’. Rabindranath Tagore read this book, ‘Matsyakanyar Upakhan’ in his childhood.

Rabindranath Tagore illustrated the symbolic concept of ‘The Little Mermaid’ in his ‘Subha’ short story. ‘Subha’ was first published in ‘Sadhana’ Patrika in 1893. The story ‘Subha’ has many similarities with ‘The Little Mermaid’. Subha and ‘The Little Mermaid’ both are in there adolescence. Besides, both stories ended painfully. Subha can’t speak just like‘The Little Mermaid’ but there were some difference between them. ‘The Little Mermaid’ had most melodious, beautiful voice she trade her voice with the ‘sea witch’, but Subha is mute from the beginning.

Nature occupies a special place in the short story ‘Subha’ . The life of rural Bengal is reflected here. In the story social image of the late eighteenth century is portrayed realistically. At the end of it, complex social norms make the story tragic. Subha is forced to leave her familiar environment, nature and friends. After marriage Subha suffer from unbearable loneliness.

Key words: ‘Subha’, ‘The Little Mermaid’, Rabindranath Tagore, Short story, Fairy Tale.

‘সুভা’ ছোটগল্পটি ‘সাধনা’ পত্রিকায় (মাঘ, ১২৯৯) প্রকাশিত হয়। গল্পটি ইংরাজিতে ‘Subha’ নামে অনুবাদ করেন অধ্যাপক অনাথনাথ মিত্র মহাশয়, অনুবাদটি ১৯১০ সালে ‘The Modern Review’ পত্রিকায় সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদটি ‘Mashi and Other Stories’ (১৯১৮) নামক রবীন্দ্রগল্প সংকলনে স্থান পেয়েছে। ১২৯৮ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সাধনা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম তিন বছর ‘সাধনা’র সম্পাদক ছিলেন শেষ বছরে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত ছোটগল্প লিখেছেন। ‘সাধনা’ পত্রিকায় তাঁর মোট ছত্রিশটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহ, সাজাদপুর অঞ্চলে পদ্মার বোটে থাকার সময় গ্রাম বাংলার প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুলিতে গ্রাম বাংলার চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। এই সময়কালে রচিত সাহিত্যের বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় বলেছেন- 'শিলাইদহ পর্বে রবীন্দ্রনাথের আসল প্রেরণা, সৃষ্টির ক্ষেত্রেও, চিন্তার ক্ষেত্রেও একদিকে প্রকৃতি, পল্লীপ্রকৃতি, নদীমাতৃক বাংলাদেশ- পদ্মা নদী ; অন্যদিকে মানুষ, সাধারণ মানুষ পল্লীবাংলার হাটের ঘাটের বাটের মানুষ।'[1] 'সুভা' গল্পের পটভূমিও গ্রামবাংলার চিরপরিচিত প্রকৃতি, শুধু তাই নয় প্রকৃতি এখানে সুভার জীবনে, বেঁচে থাকার, অন্যতম অবলম্বন। 'সোনারতরী' কাব্যগ্রন্থের 'বসুন্ধরা'(১৩০০) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সাথে যে নিবিড় যোগের কথা বলেছেন, সেই একই ধরনের প্রকৃতি সংলগ্নতা প্রকাশিত 'সুভা' গল্পে।

চণ্ডীপুর গ্রামে বাণীকণ্ঠের কনিষ্ঠ কন্যা সুভা, যাকে আদর করে সুভাষিনী নামকরণ করা হয়ে ছিল ভাগ্যের পরিহাসে সে জন্ম থেকে বোবা। নির্বাক সুভাষিনী তার নীরবতা আর 'সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড় বড় দুটি কালো চোখে'র মায়া নিয়ে উপস্থিত হয় 'সুভা' গল্পে। সুভার রাজকন্যা সুলভ আশ্চর্য রূপের কথা লেখক বলেন না একবারও। রূপের মধ্যে শুধু বড় বড় 'দুটি কালো চোখ যা দিয়ে সে আমাদের জানিয়েছে নৈঃশব্দ্যের ব্যঞ্জনা।

বোবা হওয়ার কারণে ছেলেবেলা থেকে সুভা নিঃসঙ্গ। বাণীকণ্ঠ সুভাকে 'যেন একটু বেশি ভালোবাসিতেন' কিন্তু সুভার মা 'তাহার প্রতি বড়ো বিরক্ত ছিলেন'। গল্পের মধ্যে দেখা যায় সুভার বন্ধু বাড়ির দুইটি গরু 'সর্বশী' ও 'পাঙ্গুলি'। ঘরের পাশে বয়ে চলা নদীর সাথে সুভার একাত্মতা রয়েছে। সঙ্গীহীন এই বালিকার সাথে প্রকৃতির একাত্মতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> 'প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা-আন্দোলন - কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা -বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে-ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; [2]

সুভা নিজের পরিচিত জগতের মধ্যে নিজেকে সংকুচিত করে বসবাস করছিল । সে মনে করেছে 'আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি'। তবে এই নিঃসঙ্গ জীবনে প্রকৃতি তার আশ্রয় স্থল হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশ থেকেও তাকে বিদায় নিতে হয়। সুভার বিবাহকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি এই গল্পে উপস্থিত হয়। বিবাহের বয়স অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে বলে গ্রামের লোক বাণীকণ্ঠকে 'এক - ঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা য়ায়'। কলকাতায় গিয়ে এক অপরিচিত পরিবেশে সুভার বিবাহ হয়। কঠোর সমাজের নিয়ম তাকে নিক্ষেপ করে এমন এক জীবনে যেখানে পরিবেশ বলতে শুধুই ইট-কাঠ-বালির রুক্ষতা যা সুভার নিজস্ব জগতের একেবারে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। সুভার জীবনের করুণ একাকীত্ব দিয়ে কাহিনীটি সমাপ্ত হয়েছে।

সুভা আমাদের মনে করিয়ে দেয় Hans Christen Andersen এর সংগৃহীত ডেনমার্কের রূপকথার 'The Little Mermaid'- এর কথা। 'লিটিল মারমেড' আগ্রহী ছিল সমুদ্রের ওপরের জগতের প্রতি। সে ভালোবাসে ঠাকুমার কাছ থেকে সমুদ্রের ওপরের গল্প শুনতে, যেখানে ফুলে গন্ধ আছে এবং গাছের পাতা

সবুজ। ঠাকুমা তাকে গল্প বলত সমুদ্রের বুকে ভেসে চলা বিশাল জাহাজের, মাটির ওপরের শহরের ও সেখানের মানুষ ও জীবজন্তু সম্পর্কে। পনেরো বছর বয়স হলে একে একে তার পাঁচটি বোন সমুদ্রের ওপরে ওঠার অনুমতি পায়। তারা এসে গল্প বলে সমুদ্রের ওপরের আশ্চর্য পৃথিবীর। লিটিল মারমেড সমুদ্রের ওপরে ওঠার অনুমতি পেয়ে দেখতে পায় একটি মস্ত জাহাজ। তিনটি মাস্তুলযুক্ত জাহাজটিতে প্রিন্সের ষোলোতম জন্মদিন পালন করা হচ্ছিল। লিটিল মারমেড একদিন দেখে প্রিন্সের জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ে পড়েছে। জাহাজডুবির ফলে প্রিন্স জলে ডুবে যায় তখন লিটিল মারমেড তাকে বাঁচায়। 'লিটিল মারমেড' প্রিন্সকে ভালোবেসে সমুদ্রের ওপরের পৃথিবীতে যেতে চায়। কিন্তু 'লিটিল মারমেডের পক্ষে সেটা অসম্ভব, তাই সে 'sea-witch' এর কাছ থেকে নিজের কণ্ঠস্বরের বিনিময়ে মানুষের মতন হওয়ার জাদু 'potion' নেয়। এর ফলে মাছের মতন লেজের বিনিময়ে সে মানুষের মতন পা লাভ করে এবং হাঁটতে পারে কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপ হয় যন্ত্রণাদায়ক।

লিটিল মারমেড' সুকণ্ঠের অধিকারী, কিন্তু ভালোবাসা পেতে গিয়ে হারায় নিজের কণ্ঠস্বর। আর রবীন্দ্রনাথের সুভা চেয়েছে 'জলকুমারী' হতে -

> 'মনে করো, সুভা যদি জলকুমারী হইত; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত ;'[3]

'সুভা' গল্পে রূপকথার রেশ মিশে যায়। এই বিষয়ে অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষ বলেছেন -

> 'বলা বাহুল্য, এই মৎস্যনারীর উপাখ্যান' হান্স ক্রিশ্চিয়ান আন্ডেরসেনের 'দ্য লিটল মারমেড' –এর বাংলা রূপান্তর। 'সুভা' গল্পে গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে নিয়ে বোবা মেয়ে সুভা ওরফে প্রতাপের 'সু' নিজের মনে ভেবেছে যে, মনে করো সুভা যদি জলকুমারী হত,... সুভার এই দিবাস্বপ্নে ডেনমার্কের মৎস্যনারীর সঙ্গে মিশে গিয়েছে পূর্ববঙ্গের পাতালকন্যা মণিমালা।' [4]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মৎস্যনারীর উপাখ্যান'(১৮৫৭) পড়েছিলেন৷ হান্স ক্রিস্টিয়ন আন্ডারসন সংগৃহীত ডেনমার্কের এই রূপকথা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 'মৎস্যনারীর উপাখ্যান'(১৮৫৭) নামে৷ এই কাহিনীটির প্রসঙ্গ 'সুভা' ছোটগল্প ছাড়াও রবীন্দ্র সাহিত্যে একাধিকবার উপস্থিত হয়েছে। যেমন 'সে' গল্পে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন-

> 'গড়ে উঠল কত রাজপুত্তুর, মন্ত্রীর পুত্তুর, সুয়োরানী, দুয়োরানী, মৎস্যনারীর উপাখ্যান, আরব্য উপন্যাস, রবিনসন ক্রুসো।' [5]

'গল্পস্বল্প'র 'মুক্তকুন্তলা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ বলছেন -

> 'তা থলি থেকে রূপকথা না হয় বাদ দিলুম, তার পরের সারে দেখতে পাই মৎস্যনারীর উপাখ্যান' [6]

এর থেকে স্পষ্ট রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটিকে ঠিক রূপকথা বলতে রাজি নন। 'দ্য লিটিল মারমেড' গল্পের পরিণতি বিয়োগান্ত, যা রূপকথার প্রচলিত ছক বিরোধী। এছাড়া চিরাচরিত রূপকথার তুলনায় এর প্লট জটিল, মানসিক টানাপোড়নের চিত্র করুণ। এখানেই 'দ্য লিটিল মারমেড' অন্যান্য রূপকথার থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। 'সুভা' গল্পটি রূপকথা নয়, পুরাতনের মায়া আর নতুন দৃষ্টিভঙ্গির বুননে আধুনিক সাহিত্যের নবপ্রকরণ 'ছোটগল্প'।

সুভা বাণীকণ্ঠের ছোটমেয়ে, 'লিটিল মারমেড' হল 'sea-king' এর ছোট মেয়ে। তার কণ্ঠস্বর খুব সুন্দর -

'The little mermaid sang more sweetly than them all, …….
she knew she had the loveliest voice of any on earth or in the sea !' [7]

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় 'মৎস্যনারীর উপখ্যানে' (১৮৫৭) এই বিষয়টিকে অনুবাদ করেছেন এই ভাবে -

"কনিষ্ঠা রাজতনয়া গায়নীদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধাণা, তাহার মত সুস্বর কোন মৎস্য নারীরই ছিল না।" [8]

বাণীকণ্ঠ এবং সুভাষিনী নাম দুটিই সুন্দর বাণীরূপের ইঙ্গিত বহন করে। গল্পের প্রধান চরিত্রের 'সুভা' নামটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অপরদিকে 'দ্য লিটিল মারমেড' নামক রূপকথায় 'sea-king' এর ছোট মেয়ে হিসেবে তার পরিচয়, গল্পে তার নাম নেই, 'the little mermaid' অথবা 'the youngest' হিসেবে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

সুভা নির্জন প্রকৃতির মতো একা ও নিস্তব্ধ। জন্ম থেকে বোবা হওয়ার ফলে সমবয়সীরা তাকে এড়িয়ে চলে।

'...সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জন দ্বিপ্রহরের মতো শব্দহীন এবং সঙ্গীহীন।'[9]

অপর দিকে 'লিটিল মারমেড' সম্পর্কে বলা হয়েছে - 'She was a strange child , quiet and thoughtful.'[10]

সুভা গল্পে প্রকৃতির একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। 'বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই' - সুভা যখনই সময় পায় তখন নদীর তীরে এসে বসে। প্রকৃতির সাথে সুভার একাত্ম অনুভূতির কথা মনে পড়িয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রকৃতি মগ্নতা। নির্জন দ্বিপ্রহরে সঙ্গীহীন এই বালিকার মতো বালক রবীন্দ্রনাথও দুপুরে জানলার ধারে বসে চেয়ে থাকতেন পুকুরের দিকে। প্রকৃতির সাথে সুভার নিবিড়তা করুণ হয়ে ওঠে বিবাহের জন্য কলকাতা যাবার সময় । গল্পটির ঘটনা প্রবাহ অনুসারে দেখা যায় সুভা চিরপরিচিত পরিবেশ ছেড়ে যাবার প্রথম অভিযোগ করেছে প্রতাপের কাছে 'আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম', তার পরবর্তী অনুনয় পিতা বাণীকণ্ঠের কাছে, এর পরে অসহায় সুভা অনিশ্চিত জীবনের দিকে পা বাড়ানোর আগের শুক্লদ্বাদশীর রাত্রে 'মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, 'তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা।'

সুভার সাথে প্রকৃতি যে সংযোগ দেখা যায় তা 'লিটিল মারমেডে'র মধ্যে নেই। 'লিটিল মারমেড' নিজের সমুদ্রেত নীচের অদ্ভুত জগতের প্রতি আগ্রহী নয়, সে নিজের চিরপরিচিত পরিবেশকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে ভালোবাসার জন্য।

সুভা বাংলা দেশের মেয়ে, সখীদের সাথে সহজ সখীত্ব তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। সকলের চেয়ে আলাদা হওয়া তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। অপরদিকে 'লিটিল মারমেড' জলের মধ্যে বসবাস করে কিন্তু সে মানুষের প্রতি আগ্রহী, খেলার সাথী আরো পাঁচ বোন থাকলেও সে হল 'strange child, quiet and thoughtful' ।

সুভার জগৎ একেবারে সঙ্গীছাড়া নয়। সর্বশী ও পাঙ্গুলি দুই গরুর সাথে তার বন্ধুত্ব। এই সব মূক জীব ছাড়া সুভার আর এক সাথী ছিল, রবীন্দ্রনাথের কথায় -

> 'উন্নত শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল। কিন্তু তাহার সহিত বালিকার কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব ; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।' [11]

যদিও 'দুজন একটি গাঁয়ে' [12] থাকে, একসাথে নদীতে ছিপ ফেলে তবু দুজনের মনের দূরত্ব বিস্তর। নির্বাক সঙ্গীর সুবিধাটুকুর জন্য প্রতাপের কাছে সুভার কদর। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রাপীড় ও পত্রলেখার 'অপরূপ সখীত্ব'র কথা বলেন -

> পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনীও নহে, কিংকরীও নহে, পুরুষের সহচরী।' [13]

সুভাও প্রতাপের কাছে তাই। পত্রলেখার প্রতি বাণভট্টের অবিচারে যাঁর কলম একদিন প্রতিবাদ করেছিল তিনি আর সেই একই 'উপেক্ষা' করলেন না তাঁর নায়িকার প্রতি। সুভা চেয়েছে প্রতাপকে 'আশ্চর্য' করে দিতে -

> 'তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত - মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য হইয়া যাইত, বলিত , "তাই তো, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না।" [14]

সুভার ভালোবাসা যদিও একমুখী তবু বলা যায় রবীন্দ্রনাথ তাকে উপেক্ষা করেন নি, তিনি তাকে নিক্ষেপ করলেন একাকিত্ব ও মানসিক যন্ত্রণার কারাগারে। আর পাঁচ জনের মত না হওয়ার ফলে সমাজের উপেক্ষা এড়াবার উপায় তার নেই।

> 'দ্য লিটিল মারমেড' গল্পে প্রিন্সও মৎস্যকন্যাকে দেখেছে শুধু সহচরী হিসেবে। দুজনে একসাথে ঘুরে বেড়ায় 'she climbed with the prince to the tops of high mountains; and although her tender feet bled,...she only laughed'[15]

সহচরী ছাড়া লিটিল মারমেডের আর বিশেষ কোনো গুরুত্ব প্রিন্সের কাছে নেই। সেই দিকথেকে সুভা আর লিটিল মারমেড দুজনেই 'উপেক্ষিতা'।

প্রতাপের প্রতি সুভার ভালোবাসা গল্পে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু 'লিটিল মারমেড' গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় হল প্রিন্সের প্রতি ভালোবাসা। যখন 'প্রিন্সেস'এর সাথে দেখা হল তখন প্রিন্স নির্দ্বিধায় তাকে বিয়ে করে, শুধু তাই নয় ব্যর্থতা, নিজের অনিশ্চিত জীবনের আশঙ্কার সত্ত্বেও, এর পরেও সেই বিয়েতে 'The Little mermaid stood in silk and gold and held the bride's train'। 'Sea-witch' বলেছিল প্রিন্স যেদিন 'লিটিল মারমেড' ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে সেদিন সূর্যের প্রথম কিরণের সাথে সাথে 'লিটিল মারমেড' বিলুপ্ত হবে- 'The first morning after he marries another your heart will break, and you will become foam on the crest of the waves. '[16]

বিবাহের রাত্রে 'লিটিল মারমেড' এর পাঁচ বোন নিজেদের সুন্দর চুলের গুচ্ছের বদলে 'Sea-witch' এর কাছ থেকে একটি ছুরি নিয়ে আসে। 'লিটিল মারমেড'কে তারা সেই ছুরি দিয়ে বলে, যদি সে প্রিন্সের বুকে ছুরি বসিয়ে দেয় তা হলে সে আবার মারমেড হয়ে সমুদ্রে ফিরে যেতে পারবে। 'লিটিল মারমেড' পারে না প্রিন্সের বুকে ছুরি বসাতে। প্রথম সূর্যের কিরণে সে 'raised yourself to the spirit-world by your good deeds;by striving for three hundred years in the same way, you may obtain an immortal soul.'[17]

সাধারণত রূপকথার শেষ হয় 'And they lived happily ever after' দিয়ে কিন্তু এই রূপকথার শেষ নায়িকার নিদারুণ ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে। 'সুভা' আধুনিক ছোটগল্প, ছোটগল্পের বিয়োগান্ত করুণ পরিসমাপ্তিতে পাঠক অভ্যস্ত, কিন্তু রূপকথার পরিণতি বিয়োগান্ত হয় না। এদিক দিয়ে 'দ্য লিটিল মারমেড' ভিন্নগোত্রের। রূপকথার সরল ও সুখময় পরিসমাপ্তিকে অস্বীকার করে 'দ্য লিটিল মারমেড'।

'দ্য লিটিল মারমেড' গল্পে 'ঘটনার ঘনঘটা' ও নাটকীয়তা প্রচুর। অপরদিকে সুভা গল্পে লেখক এই বোবা মেয়েটির মনকে প্রধান্য দিয়ে দু'একটি ঘটনা বিবৃত করেন পাঠকের কাছে। গল্পটি বর্ণনামূলক, উক্তি - প্রতুক্তি প্রায় নেই, গল্পটির মধ্যে উক্তি হিসেবে যেকয়টি কথা আছে সেগুলি পরপর সাজালে তার মাধ্যমে গল্পের ঘটনা প্রবাহ বোঝা যায় -

১. তাই তো আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা তো জানিতাম না। (সুভা মনে মনে ভেবেছে)
২. চলো, কলিকাতায় চলো। (বাণীকণ্ঠ, ব্যক্ত উক্তি)
৩. কী রে সু, তোর নাকি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্ছিস ? দেখিস আমাদের ভুলিস নে। (প্রতাপের একমাত্র উক্তি)
৪. আমি তোমার কাছে কী দোষ করিয়াছিলাম। (সুভার অব্যক্ত উক্তি)
৫. তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না মা। আমার মতো দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখো। (সুভার অব্যক্ত উক্তি)
৬. মন্দ নহে। (সুভার স্বামী, ব্যক্ত উক্তি)
৭. যে হৃদয় আজ বাপ-মায়ের বিচ্ছেদসম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে । (সুভার স্বামীর ,অব্যক্ত উক্তি)

প্রতাপের প্রতি সুভার একমুখী ভালোবাসা, তার বিয়ের জন্য কলকাতা যাত্রা, এবং বিবাহ -এই ঘটনাগুলি ব্যক্ত উক্তি থেকেই বোঝা যায়। গল্পটিতে সুভার নীরব আর্তনাদ ঘটনাপ্রবাহের চেয়ে বেশি গুরুত্ব লাভ করেছে।

বিবাহের পরবর্তী সময়ের ঘটনা রবীন্দ্রনাথ খুবই সংক্ষেপে উপস্থিত করেন পাঠকদের সামনে। বিভ্রান্ত, অসহায় সুভার যে চিত্র আমরা পাই তা হৃদয় বিদারক। 'বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল' সুভার এই অসহায় অবস্থার মধ্যে রূপকথার সান্তনাটুকুও নেই।

'লিটিল মারমেড' নিজের কণ্ঠস্বরের বদলে মানুষ হয়ে প্রিন্সকে মুগ্ধ করতে চেয়েছে। আর জন্মবোবা সুভা 'জলকুমারী' হয়ে প্রতাপকে 'আশ্চর্য' করে দিতে চেয়েছিল। 'লিটিল মারমেড' ভেবেছিল কণ্ঠস্বর না থাকলেও মানুষ হলে সে প্রিন্সের হৃদয় জয় করে নিতে পারবে। সুভার 'জলকুমারী' হওয়ার কল্পনার সাথে কি তবে প্রতাপকে 'আশ্চর্য' করার ইচ্ছার পরেও মিশে থাকে না মানুষের জীবন ছেড়ে 'জলকুমারী' হয়ে কণ্ঠস্বর ফিরে পাওয়ার বাসনা? যে জীবন পাওয়ার জন্য 'লিটিল মারমেড'কে নিজের কণ্ঠস্বর দিয়ে দিতে হয়, মানুষের মতো শরীর পওয়ার মূল্য হিসেবে প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে আঘাত করে ছুরির ফলার মতো, সেই জীবন তো এমন এক মেয়ের জীবন যে সুভার মতন বোবা ! সুভা 'জলকুমারী' হয়ে 'লিটিল মারমেড' মতো হতে চেয়েছে, যেখানে সে রাজকন্যা, হয়তো বা সুকণ্ঠের অধিকারী। 'লিটিল মারমেড' এর বাসনা এক মানুষ হওয়ার বাসনা, রূপকথায় এমন এক মেয়ে হিসেবে সে প্রিন্সের কাছে আসে যে সুভার মতো বোবা সে দিক থেকে। 'লিটিল মারমেড' ও সুভা এরা একে অন্যের জীবন পেতে চেয়েছে, অবশেষে

দুজনেরই পরিণতি করুণ। সুভা ও 'লিটিল মারমেড' এই দুজনের কাহিনি দুই ভিন্ন গোত্রের সাহিত্য হয়েও নীরব একমুখী ভালোবাসা ও ব্যর্থতার দিক থেকে এক সুরে বাঁধা।

তথ্যসূত্র :

[1] রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ', কলকাতা : দে'জ, ২০০৪, পৃ-৫৮
[2] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' সপ্তদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫০, পৃ-২৩৭-২৩৮
[3] ঠাকুর, 'রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী' সপ্তদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫০, পৃ-২৪০
[4] ঘোষ, তপোব্রত, 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ', কলকাতা : দে'জ, ২০১২, পৃ-১৮
[5] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'রবীন্দ্র রচনাবলী ষোড়বিংশ খণ্ড', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬৫, পৃ- ১৮৫
[6] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'মুক্তকুন্তলা', 'গল্পস্বল্প,' কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬২, পৃষ্ঠা -৯৭
[7] Owens, Lily (ed) 'The Complete Hans Christian Andersen Fairy Tales', New York : Crown Publications, 1981, P-141
[8] মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন, 'মৎস্যনারীর উপাখ্যান,' কলকাতা : তত্ত্ববোধিনী প্রেস, ১৮৫৭, পৃ -৪১
[9] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' সপ্তদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫০, পৃ-২৩৭
[10] Owens, Lily (ed) 'The Complete Hans Christian Andersen Fairy Tales', New York : Crown Publications, 1981, P-135
[11] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী 'সপ্তদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫০, পৃ-২৩৯
[12] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ক্ষণিকা', 'এক গাঁয়ে', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০০, পৃ-১২০
[13] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'কাব্যের উপেক্ষিতা', 'রবীন্দ্র রচনাবলী 'পঞ্চদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী,১৯৪০, পৃ-৫৫৩
[14] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' সপ্তদশ খণ্ড,কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫০, পৃ-২৩৯
[15] Owens, Lily (ed) 'The Complete Hans Christian Andersen Fairy Tales', New York : Crown Publications, 1981, P-145
[16] Owens, Lily (Ed) 'The Complete Hans Christian Andersen Fairy Tales', New York : Crown Publications, 1981, P-142.

সহায়কগ্রন্থ:

1. ঘোষ, তপোব্রত, 'রবীন্দ্র-ছোটগল্পের শিল্পরূপ', কলকাতা : দে'জ, ২০১২
2. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ষোড়বিংশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬৫
3. রঠাকুর, বীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্র রচনাবলী' সপ্তদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৫০
4. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পস্বল্প', 'মুক্তকুন্তলা,' কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬২
5. মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন, 'মৎস্যনারীর উপাখ্যান,' কলকাতা : তত্ত্ববোধিনী প্রেস, ১৮৫৭
6. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ,'এক গাঁয়ে', 'ক্ষণিকা', কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৪০০
7. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী পঞ্চদশ খণ্ড, কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৪০
8. বিশী, প্রমথনাথ, 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প', কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ, ১৩১৬

9. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, রবীন্দ্র - সৃষ্টি - সমীক্ষা, প্রথম খণ্ড, কলকাতা : ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ২০১০
10. রায়, সত্যেন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের জগৎ', কলকাতা : দে'জ, ২০০৪
11. Owens, Lily (ed) 'The Complete Hans Christian Andersen Fairy Tales', New York : Crown Publications, 1981.